

হাইকোর্ট বিভাগ

(দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার)

২০১৩ সালের ২০৭ নং প্রথম আপিল

সদরুল হক, তার মৃত্যুতে বৈধ উত্তরাধিকারী

জিয়াউল হকসহ অন্যান্য।

...বিবাদী-আবেদনকারী।

বনাম

ফারহানা ফেরদৌসী ও আরেকজন।

...বাদী-রেস্পন্ডেন্ট।

জনাব সুরজিৎ ভট্টাচার্য, অ্যাডভোকেট

(ভার্চুয়ালি উপস্থিত)।

...আবেদনকারীর পক্ষে।

জনাব এম. আলী মুর্তজা, অ্যাডভোকেট

(ভার্চুয়ালি উপস্থিত)।

.... ১ নং রেস্পন্ডেন্টের পক্ষে।

জনাব এএফ হাসান আরিফ, সিনিয়র আইনজীবী
সঙ্গে-

জনাব মুফতি মোঃ আব্দুল্লাহ ও

ড. মোঃ আবু সালেহ পাটোয়ারী

..... অ্যামিসি কিউরি (আদালতের বন্ধু) হিসাবে

ভার্চুয়ালি উপস্থিত।

শুনানীর তারিখ:

০৮.০৮.২০২১, ০৯.০৮.২০২১, ১৬.০৮.২০২১,

১৭.০৮.২০২১, ০৬.০৯.২০২১ এবং

১৯.০৯.২০২১।

রায়: ২৬.০৯.২০২১।

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব শেখ হাসান আরিফ

এবং

বিচারপতি জনাব আহমেদ সোহেল

রায়

বিচারপতি জনাব শেখ হাসান আরিফ:

১. ২০০৯ সালের ১৪ নং দেওয়ানী মোকদ্দমায় যুগ্ম জেলা জজ, ২য় আদালত, সুনামগঞ্জ কর্তৃক বাদী-রেস্পন্ডেন্ট নং ১ এর পক্ষে বণ্টন মোকদ্দমায় ডিক্রি প্রদান করে প্রদত্ত ১৪.০২.২০১৩ তারিখের রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে উক্ত মোকদ্দমার ১ এবং ২ নং বিবাদী এই আপীলটি দায়ের করেছেন।

২. মোকদ্দমার পটভূমি:

২.১ অত্র আপীল নিষ্পত্তির জন্য প্রাসঙ্গিক ঘটনা এই যে, বাদী হিসাবে রেস্পন্ডেন্ট নং ১ আর্জির প্রথম তফসিলে উল্লিখিত সম্পত্তির বিষয়ে বণ্টনের ডিক্রি চেয়ে এবং দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত উক্ত প্রথম তফসিলের জমির মধ্যে .০৯ একর জমির সাহাম চেয়ে সুনামগঞ্জ জেলার যুগ্ম জেলা জজ, দ্বিতীয় আদালতে উক্ত ২০০৯ সালের ১৪ নং দেওয়ানী মোকদ্দমাটি দায়ের করেন।

২.২ সংক্ষেপে বাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, অন্যান্য জমি সহ প্রথম তফসিলে উল্লিখিত এসএ খতিয়ান নং ৩১৫ এর অধীনে এসএ দাগ নং ১৮৯০ এবং ১৮৯১ এর অন্তর্গত সম্পত্তির মালিকানা মূলত গঙ্গাচরণ বিশ্বাসের ছিল। তার মৃত্যুতে, ৪-৯ নং বিবাদীগণ উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত সম্পত্তির মালিক হন। উক্ত ৪-৯ নং বিবাদীগণ মালিক হিসাবে দখলে থাকাকালীন ০১.১২.১৯৮৭ তারিখের ৪৭৯২ নং এবং ০৭.১২.১৯৮৭ তারিখের ৪৯১৬ নং -এই দুটি নিবন্ধিত কবলা দলিলের মাধ্যমে এসএ দাগ নং ১৮৯০ এর অন্তর্গত .০৫ একর এবং .০৪ একর জমি হস্তান্তর করে দেন। অতঃপর উক্ত ৪-৯ নং বিবাদীগণ এসএ দাগ নং ১৮৯০ এর অধীনে থাকা অবশিষ্ট জমি, অর্থাৎ মোট ২৭ শতাংশ জমি ১-৩ নং বিবাদীগণের অনুকূলে বিভিন্ন কবলামূলে বিক্রি করে দেন। ৪-৯ নং বিবাদীগণ এসএ খতিয়ান নং ৩১৫ এর অধীনে থাকা এসএ দাগ নং ১৮৯১ এর অন্তর্গত জমি সহ অন্যান্য দাগের জমি ১ এবং ২ নং বিবাদীর বরাবরে বিভিন্ন নিবন্ধিত কবলা দলিলমূলে বিক্রি করেন। তদনুসারে, উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি প্রাথমিকভাবে তাসদিক খতিয়ান নং ৩০৪৮, দাগ নং ৩০৯৮ এর অধীনে সংশোধনমূলক জরিপ চলাকালীন সময়ে ১-৩ নং বিবাদীর নামে রেকর্ড করা হয়।

২.৩ উভয়পক্ষের আত্মীয়দের মাধ্যমে আসা বিবাহের প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাদী এবং ৩ নং বিবাদী ১১.০৭.২০০৫ তারিখের নিবন্ধিত কাবিননামামূলে ৫,০০,০০১/- টাকা নির্ধারিত দেনমোহর ধার্য করে একে অপরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উল্লিখিত নির্ধারিত মোহরানার মধ্যে ২,০০,০০০/- টাকা অলঙ্কার ও আসবাবপত্র বাবদ আদায় করা হয়েছে মর্মে দেখানো হয় এবং ২,০০,০০১/- টাকা চাহিদামত পরিশোধ করার জন্য বাকি থাকে। ১ নং বিবাদী (৩ নং বিবাদীর পিতা) বাকি ১,০০,০০০/- টাকা দেনমোহর বাবদ এসএ দাগ

নং ১৮৯০ এর অধীনে থাকা দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত .০৯ একর জমি বাদী বরাবরে হস্তান্তর করেন, যা কাবিননামার ১৬ নং দফায় লিখিত আছে। কাবিননামার ১১ নং দফায় ১ নং বিবাদী সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন। উল্লিখিত .০৯ একর জমি বাদীসহ ১ ও ৩ নং বিবাদীর অভিন্ন দখলে রয়েছে। বাদী চাহিদামত প্রাপ্য দেনমোহর ২,০০,০০১/- টাকা এখনও পাননি। বাদী এবং ৩ নং বিবাদী বিবাহিত থাকা অবস্থায় ৩ নং বিবাদী ইংল্যান্ড চলে যায় এবং ফেব্রুয়ারী ২০০৮ থেকে বাদীর সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে, বাদী যখন ১ নং বিবাদীর (৩ নং বিবাদীর পিতা) সাথে যোগাযোগ করেন, তখন ১ নং বিবাদী বাদীকে বলেন যে, ৩ নং বিবাদী কখনই বাদীকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাবেন না। এরপর বাদী উক্ত ৯ শতাংশ জমিসহ অবশিষ্ট মোহরানা দাবি করেন, যা ১ নং বিবাদী প্রত্যাখ্যান করেন। এমতাবস্থায়, বাদী উক্ত ৯ শতাংশ জমির সাহাম চেয়ে মোকদ্দমাটি দায়ের করেন।

২.৪ বাদীর প্রদত্ত বিবৃতি অস্বীকার করে এবং ১ নং বিবাদী .০৯ শতাংশ জমি হস্তান্তর বিষয়ে কাবিননামায় কখনও কিছু লেখেননি এবং বাদী এবং ৩ নং বিবাদী এর মধ্যে বিবাহের আগেই কাবিননামাটি নিবন্ধিত হয়েছিল মর্মে দাবী করে ১ এবং ২ নং বিবাদী (৩ নং বিবাদীর পিতামাতা) মোকদ্দমাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১ এবং ২ নং বিবাদী বলেন এসএ দাগ নং ১৮৯০ এবং ১৮৯১ এর অধীনে অন্যান্য জমির সাথে উল্লিখিত জমি তারা ক্রয় করেন এবং তারা ১৫ শতাংশ জমি মিউটেশন মামলা নং ৮৪/৯০-৯১ এবং ১১ শতাংশ জমি মিউটেশন মামলা নং ৭০/২০০৭ -এর মাধ্যমে নামজারী করেন। মোকদ্দমার জমিটি এই বিবাদীদের ক্রয়কৃত জমি এবং তারা তাতে বসবাস করছেন। ১ নং বিবাদী সরলভাবে কাবিননামায় সই করেছেন এবং উক্ত বিবাহের কাজীকে বাদীর পিতা এনেছিলেন। ১ নং বিবাদী ইতিমধ্যে বাদীর অনুকূলে অন্য দাগ থেকে .০৯ শতাংশ জমি হস্তান্তর করেছেন। এসএ দাগ নং ১৮৯০ এর অন্তর্গত .০৯ শতাংশ জমি হস্তান্তরের বিষয়ে কাবিননামার ১৬ নং ধারার বিবৃতিটি বাদীর পিতার প্ররোচনায় কাজী লিখেন এবং ১ নং বিবাদী উক্ত কাবিননামার মাধ্যমে কখনও এ জাতীয় কোনও জমি হস্তান্তর করেননি।

২.৫ এই জবাবের প্রেক্ষিতে, অধস্তন আদালত নিম্নলিখিত বিচার্য বিষয় গঠন করেনঃ

- (১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে রক্ষণীয় কিনা?
- (২) মোকদ্দমায় পক্ষদোষ আছে কিনা?
- (৩) মোকদ্দমার জমিতে বাদীর অধিকার, স্বত্ত্ব, স্বার্থ ও দখল আছে কিনা?
- (৪) বণ্টন মোকদ্দমার সাধারণ হচপচে সমস্ত সম্পত্তি আনা হয়েছে কিনা?
- (৫) বাদী বণ্টনের প্রাথমিক ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী কিনা?

২.৬ বিচার চলাকালীন, বাদী তিনজন সাক্ষী (পিডব্লিউ ১-৩) এবং কিছু দালিলিক সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করেন যা প্রদর্শনী ১-৫ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অপরদিকে, ১ নং বিবাদী নিজে ডিডব্লিউ-১ হিসাবে জবানবন্দী প্রদান করেন এবং কিছু দালিলিক সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেন, যা প্রদর্শনী ক-চ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর, অধস্তন আদালত পক্ষগণের শুনানি শেষে মোকদ্দমাটিতে বাদীর পক্ষে রায় দেন এবং তদনুসারে, বাদীর অনুকূলে তফসিল ২ এ উল্লিখিত ০৯ শতাংশ জমির সাহাম প্রদান করেন। এই প্রাথমিক ডিক্রির কারণে সংক্ষুব্ধ হয়ে, ১ এবং ২ নং বিবাদী এই আপীল দায়ের করেন, কিন্তু অধস্তন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বাস্তবায়ন স্থগিত করার জন্য কোন আদেশ প্রার্থনা করেননি।

২.৭ বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এম. আলী মুর্তজার মাধ্যমে ১ নং বাদী-রেস্পন্ডেন্ট আপিলটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

৩. পক্ষগণের বক্তব্য:

৩.১ আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব সুরজিৎ ভট্টাচার্য সম্পূর্ণ রায় এবং প্রদর্শনী-৩ নিকাহনামাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বক্তব্য পেশ করেন যে, অধস্তন আদালতে বাদীপক্ষ কাবিননামার ১৬ দফার বিবৃতিটিকে ১ নং বিবাদীর বিবৃতি হিসাবে প্রমাণ করতে পারেনি এবং তাই, অধস্তন আদালত মোকদ্দমাটিতে ডিক্রি প্রদান করে এবং তদনুসারে উল্লিখিত কাবিননামার ১৬ দফায় উল্লিখিত সম্পত্তি বাদীর অনুকূলে সাহাম প্রদান করে চরম বেআইনি কাজ করেছে। তিনি আরও বলেন যে, কাবিননামার ১৬ নং দফার বিবৃতি বাদী প্রমাণ করতে পেরেছে বলে ধরে নেয়া হলেও, বাদী তর্কিত সম্পত্তিতে কোনো সাহাম দাবি করতে পারবেন না, কারণ যদি এই ধরনের বিবৃতি ১ নং বিবাদী দিয়েও থাকে, তিনি সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর ১২৩ ধারার বিধান অনুসারে কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করেননি। আবার প্রদর্শনী-৩ এর বিষয়ে উল্লেখ করে আপীলকারীপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, কাবিননামার ১৬ দফায় উল্লিখিত বিবৃতিটি একটি বিক্রয়চুক্তি হিসেবেও গৃহীত হতে পারে না, কারণ ২০০৪ সালের ২৫ নং আইন দ্বারা সংশোধিত নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ এর ধারা ১৭এ এবং ১৭বি এর অধীনে বিক্রয়চুক্তি বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত করতে হবে।

৩.২ জনাব ভট্টাচার্য আরও বলেন যে, মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন বিধিমালা, ১৯৭৫-এর ১৯ নং বিধি অনুসারে, নিকাহনামা বর এবং কনে নামক দুটি পক্ষের মধ্যে নিবন্ধিত হয়। অতএব, শুধুমাত্র এই

দুই পক্ষই মোহরানার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। অতএব, তাঁর মতে, যদিও এমনটি দেখা যায় যে, বরের পিতা, অর্থাৎ বিবাহের একজন নিছক সাক্ষী ১ নং বিবাদী, উল্লিখিত কাবিননামার মাধ্যমে কোনকিছু ঘোষণা করেন বা হস্তান্তর করেন, তবে এই ধরনের হস্তান্তর কার্যকর করা যাবে না, কারণ তিনি এই বিয়ের কোন পক্ষই নন। তিনি আরও বলেন যে, মোহরানার ক্ষেত্রে যেকোন কিছুর জন্য বরই দায়ী এবং তাই, ১ নং বিবাদী, এই বিয়েতে বর বা কোন পক্ষ নন বলে স্বীকৃত হওয়ায় তাকে দেনমোহর বা দেনমোহরের কোনো অংশ প্রদানের জন্য দায়ী করা যাবে না।

৩.৩ উপরোক্ত বক্তব্যের বিরুদ্ধে বাদী-রেস্পন্ডেন্টের পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এম. আলী মুর্তজা দাবী করেন যে, যে কেউ বরের পক্ষে দেনমোহরের টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে, যেহেতু ১ নং বিবাদী বরের পিতা হিসেবে দেনমোহরের অবশিষ্ট ১,০০,০০০/- টাকা বাবদ বাদীর অনুকূলে জমি হস্তান্তর করার ঘোষণা করে, তাই অধস্তন আদালত যথাযথভাবেই মোকদ্দমাটিতে ডিক্রি এবং তদানুসারে বাদীর পক্ষে উক্ত সম্পত্তিতে সাহাম প্রদান করেছেন।

৪. আদালতের আলোচনা, সিদ্ধান্ত এবং আদেশ :

৪.১ এই আবেদনে ধর্মীয়ভাবে সংবেদনশীল কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে, যথাঃ

- (১) বরের পিতা দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করতে বা তার ছেলের (বরের) পক্ষে দেনমোহরের টাকা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কিনা, যেখানে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) বিধি ১৯৭৫ অনুসারে উক্ত বিয়েতে তিনি সরাসরি কোনো পক্ষ নন?
- (২) বিবাহের কোনও পক্ষের পক্ষ থেকে যে কোন ব্যক্তি দেনমোহরের টাকা বা দেনমোহরস্বরূপ কিছুর পরিবর্তে জমি হস্তান্তর করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে কিনা?
- (৩) নিকাহনামার ১৬ দফা অনুসারে দেনমোহর বা দেনমোহরের অংশ বাবদ বরের পিতার কর্তৃক জমি হস্তান্তর মুসলিম আইন এবং দেশীয় আইনের অধীনে কার্যকর ও প্রয়োগযোগ্য কিনা?

৪.২ বিষয়টি ধর্মীয়ভাবে সংবেদনশীল হওয়ায় এবং দেশীয় আইনে এটি জটিল সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হওয়ায়, আমরা বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশনের দুইজন ইসলামিক বিশেষজ্ঞ এবং এই আদালতের একজন সিনিয়র আইনজীবীকে আদালতে *অ্যামিসি কিউরি* (আদালতের বন্ধু) হিসাবে আমাদের সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করেছি। সে অনুযায়ী আমাদের অনুরোধে জনাব মুফতি মোঃ আব্দুল্লাহ, মুফতি, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা এবং ড. আবু সালেহ পাটোয়ারী, মুফাসসির ও ডেপুটি ডিরেক্টর, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা ভার্সুয়ালি যুক্ত হয়ে তাঁদের মতামত প্রদান করে আমাদের সহায়তা করেছেন। তাঁদের সহায়তার পর, সিনিয়র আইনজীবী জনাব এএফ হাসান আরিফ, ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের বিপরীতে দেশের আইনের প্রশ্নে এই সমস্যা সমাধানে আমাদের সহায়তা করেছেন। উপরোক্ত ইসলামিক বিশেষজ্ঞদ্বয় মৌখিক বক্তব্যের পাশাপাশি লিখিতভাবেও তাঁদের মতামত পেশ করেছেন।

৪.৩ উল্লেখ্য যে, বিশেষজ্ঞগণের মতামত সর্বসম্মত ছিল এবং আমরা তাদের মতামতের মধ্যে কোন বড় পার্থক্য খুঁজে পাইনি। তাঁদের মতে, দেনমোহর যে কোনো আকারে আদায় করা যেতে পারে তথা নগদ অর্থ বা সম্পত্তি বা অন্য কোনো মূল্যবান জিনিসপত্রের মাধ্যমে। এটি স্ত্রীর অধিকার এবং স্ত্রীর অনুকূলে বিয়ের সময় বা তার পরে দেনমোহর প্রদান বা হস্তান্তর করা স্বামীর জন্য বাধ্যবাধকতা। তাঁদের মতে, এটা আল্লাহর হুকুম এবং হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ যে, মোহরানা অবশ্যই স্বামীকে পরিশোধ করতে হবে এবং যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা স্বামীর ওপর ঋণ বা দায় হিসেবেই থাকবে।

৪.৪ উক্ত বিশেষজ্ঞগণ সর্বসম্মতভাবে আরও বলেছেন যে, মোহরানা প্রদানের দায় স্বামীর পক্ষ থেকে পিতা, ভাই বা কোন আত্মীয় বা অন্য যে কেউ গ্রহণ করতে পারে এবং তা নগদ অর্থ, মূল্যবান জিনিসপত্র এবং জমি ইত্যাদির আকারে পরিশোধ করা যেতে পারে। তাঁদের মতামতের সারমর্ম এই যে, ইসলামে বৈধ যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জিনিসপত্র মোহরানার রূপ নিতে পারে এবং যে কেউ এই দেনমোহর প্রদান বা হস্তান্তর করার দায়িত্ব নিতে পারে।

৪.৫ উক্ত বিশেষজ্ঞগণের উপরোক্ত মতামত থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের অধীনে বৈধ সম্পত্তি হওয়ায় ভূসম্পত্তি ইসলামী নীতির অধীনে মোহরানার রূপ নিতে পারে এবং বরের পিতা সহ যে কেউ মোহরানা প্রদানের দায়িত্ব নিতে পারে। অতএব, এটা প্রতীয়মান হয় যে, দেনমোহরের একটি অংশ হিসাবে তর্কিত ভূসম্পত্তি বাদীর অনুকূলে হস্তান্তর করা সঠিক হয়েছিল এবং বরের পিতা, অর্থাৎ ১ নং বিবাদী, তার পুত্রবধূর অনুকূলে উল্লিখিত দেনমোহরের নির্দিষ্ট অংশের পরিবর্তে উক্ত জমি হস্তান্তর করার বা হস্তান্তর করার প্রতিশ্রুতি প্রদানের অনুমতি ইসলামী নীতিতে রয়েছে। সম্ভবত, ইসলামী নীতির এই দিকটি বিবেচনা করেই নিকাহনামার ১৬ নং দফাটি নিকাহনামার ফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

“১৬। বিশেষ বিবরণ ও পক্ষগণের মধ্যে চুক্তিসূত্রে নির্ণীত মূল্যসহ কোন সম্পত্তি সম্পূর্ণ দেনমোহর বা উহার অংশ বিশেষের পরিবর্তে প্রদত্ত হইয়াছে কিনা?.....”
১৭। বিশেষ শর্তাদী থাকিলে.....”

৪.৬ এটি স্বীকৃত যে, আপীলকারী (১ নং বিবাদী) সাক্ষী হিসাবে উক্ত নিকাহনামায় স্বাক্ষর করেছেন, যদিও তিনি ১৬ নং ধারার অধীনে দেওয়া তার বিবৃতিটিকে অস্বীকার করেছেন। এখন প্রশ্ন হল যে, যদি তিনি হস্তান্তরের বিষয়ে এমন বিবৃতি দিয়ে থাকেন, বাদীর অনুকূলে ০৯ শতাংশ জমির এ ধরনের হস্তান্তর ভূমি আইনে বৈধ হস্তান্তর হতে পারে কিনা।

৪.৭ স্বীকৃত অবস্থান হল এই যে, নিকাহনামাটি ১১.০৭.২০০৫ তারিখে, অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮-এ ধারা ১৭এ এবং ১৭বি অন্তর্ভুক্ত করে ২০০৪ সালের সংশোধনী আইন নং ২৫ বলবৎ হওয়ার পরে নিবন্ধিত হয়েছিল। বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব এএফ হাসানের মতে, তাই এই হস্তান্তর নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর অধীনে নিবন্ধিত না হওয়ায় এটি এই আইন এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ অনুযায়ী বাতিল হয়ে যাবে। তার মতে, জমি বিক্রয়চুক্তি হিসাবেও এটি গ্রহণ করা যাবে না কারণ এই সংশোধনের পরে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তিও বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত হতে হবে এবং যদি এর নিবন্ধন না করা হয় তাহলে এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যাহোক, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ (১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশ নং ১৮) এর বিধান, বিশেষ করে ৩ এবং ৫ ধারার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, বাদীর উচিত ছিল পারিবারিক আদালতে দেনমোহরের জন্য মামলা দায়ের করা।

৪.৮ এই বিষয়ে, আমরা পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫-এর বিধানগুলি পরীক্ষা করে দেখেছি। উল্লিখিত অধ্যাদেশের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটি একটি বিশেষ আইন যার মাধ্যমে পারিবারিক আদালত নামে একটি বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অন্য কোন আইনের বিধান এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলে এই আইনের বিধানকে অন্য যে কোনও আইনের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত অধ্যাদেশের ধারা ৫ অনুসারে, পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার নিম্নলিখিত সকল বা যে কোনও বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বা উদ্ভূত হওয়া বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়েছে, যথা (ক) বিবাহ বিচ্ছেদ (খ) দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার (গ) দেনমোহর (ঘ) ভরণপোষণ (ঙ) শিশুদের অভিভাবকত্ব এবং হেফাজত। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, একজন স্ত্রী পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক আদালতের সামনে দেনমোহরের ডিক্রি দাবি করে মামলা দায়ের করার অধিকার রাখে। 'দেনমোহর' শব্দটির সংজ্ঞা মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ বা, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ -এ প্রদান করা হয়নি। যাহোক, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ১০ ধারা অনুসারে, যেক্ষেত্রে বিবাহের চুক্তির নিকাহনামায় মোহরানা প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মোহরানা চাহিদা মোতাবেক প্রদেয় হবে।

৪.৯ এখন, প্রদর্শনী ৩-এ থাকা তর্কিত নিকাহনামায়, মোহরানা প্রদানের পদ্ধতি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে অর্থাৎ মোট মোহরানার পরিমাণ হল ৫,০০,০০১/- টাকা এবং উক্ত ৫,০০,০০১/- টাকার মধ্যে ২,০০,০০১/- টাকা চাহিদা মোতাবেক প্রদেয় দেনমোহর হিসাবে নির্ধারণ করা হয় এবং ২,০০,০০০/- টাকা অলঙ্কার এবং আসবাবপত্রের মাধ্যমে আদায়কৃত হিসেবে দেনমোহরের অংশ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। উল্লিখিত নিকাহনামার (প্রদর্শনী ৩) ১৬ দফায় ১ নং বিবাদী (বরের পিতা) ৯ শতাংশ জমি হস্তান্তরের বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করেছেন মর্মে দাবী করা হয়েছে, যিনি স্বীকৃতভাবেই সাক্ষী হিসাবে উক্ত নিকাহনামায় স্বাক্ষর করেছেন। প্রদর্শনী-৩-এর সম্পূর্ণ ১৬নং দফা নীচে উদ্ধৃত করা হলঃ

“১৬। বিশেষ বিবরণ ও পক্ষগণের মধ্যে চুক্তিসূত্রে নির্ণীত মূল্যসহ কোন সম্পত্তি সম্পূর্ণ দেনমোহর বা উহার অংশ বিশেষের পরিবর্তে প্রদত্ত হইয়াছে কিনা? বাবত নং ১০০০০০/=(স্টেশন সাব রেজিস্ট্রার দিরাই-সুনামগঞ্জ। আমি ছদরুল হক, আমার খরিদা দলিল নং-৪৭৯২ তাং ১/১২/৮৭ ইং ও দলিল নং ৪৯১৬ তাং ৭/১২/৮৭ ইং মোট পরিমাণ (৫+৪) =৯ নয় শতাংশ জায়গা, থানা-দিরাই, জেলা- সুনামগঞ্জ, মৌজা- চান্দপুর, জে,এল, নং ৯৯, খতিয়ান নং সাবেক-৩১৫, ডি.পি, খতিয়ান-৬২৮ সাবেক দাগ-১৮৯০ বর্তমান দাগ-৩০৯৮ বাড়ী রকম ভূমি আমার পুত্র বধুকে দিলাম।”

৪.১০ অতএব, উল্লিখিত নিকাহনামার ১৬ নং দফা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, বরের পিতা বাদীর অনুকূলে আর্জির তফসিল-২-এ বর্ণিত .০৯ শতাংশ জমি হস্তান্তর করেছেন। যাহোক, স্বীকৃত অবস্থান হল যে, যদিও এই নিকাহনামা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির অধীনে নিবন্ধিত, এটি নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ এর বিধান অনুসারে নিবন্ধিত হয়নি এবং হস্তান্তরটি সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর বিধানাবলী অনুসরণ করে করা হয়নি। অতএব, নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর প্রাসঙ্গিক বিধান অনুসারে এই হস্তান্তর বাতিল

হয়ে গেছে। এর অর্থ কি এই যে, দেনমোহরের উল্লিখিত যে ১,০০,০০০/- টাকা প্রদানের জন্য বাদীর শ্বশুর অর্থাৎ ১ নং বিবাদী তার অনুকূলে জমির নির্দিষ্ট অংশ হস্তান্তর করেছেন, সে বিষয়ে বাদীর কোন প্রতিকার নেই?

৪.১১ উপরে উল্লিখিত ইসলামিক বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী, এই ধরনের ভূমি হস্তান্তর ইসলামী নীতি অনুযায়ী বৈধ মোহরানা। যাহোক, যেহেতু তর্কিত জমিটি বরের পিতা কর্তৃক বাদীর অনুকূলে পরিশোধিত বা কথিতভাবে হস্তান্তরকৃত মোহরানার অংশ, তাই এই আদালতের অভিমত এই যে, এই মোহরানা আদায়ের জন্য বাদী যে ফোরামটি বেছে নিয়েছেন তা দেশের আইনের অধীনে সঠিক ফোরাম নয়। যেহেতু আমাদের দেশে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ নামক বিশেষ আইন রয়েছে, যার বিধান রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯০৮ এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ সহ অন্য কোনও আইনের যে কোনও ভিন্ন বিধান নির্বিশেষে কার্যকর হবে, বাদীর উচিত ছিল উল্লিখিত বিশেষ আইনের বিধানের আশ্রয় নেওয়া এবং উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৪ ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক আদালতে উল্লিখিত অধ্যাদেশের বিধানের অধীনে দেনমোহরের জন্য মামলা দায়ের করা।

৪.১২ এই বিষয়ে, আমরা **আলতাব হোসেন বনাম আজিজা বেগম, ১৭ BLC (২০১২)** মামলায় এই আদালতের একটি একক বেঞ্চের একটি সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করেছি যার উপর মোকদ্দমায় ডিক্রি প্রদানের সময় অধস্তন আদালত নির্ভর করেছে। উক্ত মামলায় আদালত এই মত দেন যে, বাদী তার মৃত স্বামী কর্তৃক মোহরানার অংশ হিসাবে উল্লিখিত নিবন্ধিত কাবিননামার মাধ্যমে প্রদত্ত সম্পত্তির বিষয়ে সাহাম চেয়ে বণ্টনের মোকদ্দমা করতে পারতেন। যাহোক, উক্ত মামলার ক্ষেত্রে নিবন্ধিত কাবিননামার মাধ্যমে তর্কিত হস্তান্তর করা হয়েছিল ১৪.০৮.১৯৭৫ তারিখে অর্থাৎ ২০০৪ সালের ২৫ নং আইনের মাধ্যমে নিবন্ধন আইন এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের উপরোক্ত সংশোধনী কার্যকর হওয়ার অনেক আগেই। নিবন্ধন আইনের ১৭এ এবং ১৭বি ধারার অধীনে থাকা বিধান এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে নতুন সংযোজিত বিধানগুলি সেই সময়ে বিদ্যমান না থাকায় বা উল্লিখিত ক্ষেত্রে তা বিবেচনা না করায়, আমরা মনে করি যে, উক্ত সিদ্ধান্ত বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয়।

৪.১৩ যেহেতু বর্তমান মামলার বাদী একটি ভুল ফোরাম বেছে নিয়েছেন, অর্থাৎ আঞ্চলিক এখতিয়ার সম্পন্ন দেওয়ানী আদালতে একটি বণ্টনের মোকদ্দমা দায়ের করেছেন, আমরা মনে করি যে, বাদীকে এই আপিল পর্যায়ে মামলাটি প্রত্যাহার করে উল্লিখিত সম্পত্তির বিষয়ে দেনমোহরের ডিক্রি চাওয়ার জন্য পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক আদালতে তা দায়ের করার সুযোগ দেওয়া উচিত। যেহেতু আমরা ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তর্কিত জমিটি দেনমোহর হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, তাই আমরা মনে করি যে বাদীকে আপীল পর্যায়ে এই মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া উচিত এবং সঠিক ফোরামে, অর্থাৎ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর অধীনে স্থাপিত পারিবারিক আদালতে, মামলাটি দায়ের করার অনুমতি দেওয়া উচিত। যেহেতু শুনানির সময় বাদী-রেস্পন্ডেন্ট নং ১-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীও একই প্রার্থনা করেছেন, তাই আমরা মনে করি যে, এই আদালতের উচিত হবে বাদীকে মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়ার সাথে সাথে উপযুক্ত আদালতে, তথা পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক আদালতে, তফসিল ২-এ উল্লিখিত জমির বিষয়ে দেনমোহরের ডিক্রি চেয়ে একটি নতুন মামলা করার অনুমতি প্রদান করা।

৪.১৪ তদনুসারে, তর্কিত রায় এবং ডিক্রি এতদ্বারা বাতিল করা হল। ১ নং বাদী-রেস্পন্ডেন্টের দায়েরকৃত মোকদ্দমা প্রত্যাহার করা হোক। ১ নং বাদী-রেস্পন্ডেন্ট একই জমির বিষয়ে এই রায়ের অনুলিপি প্রাপ্তির ০৪ (চার) মাসের মধ্যে আর্জির তফসিল -২ এ উল্লিখিত জমির বিষয়ে দেনমোহরের ডিক্রি প্রার্থনা করে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আদালতে নতুন একটি মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হল।

৫. উপরোক্ত আদেশ, পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশনা সহ আপিলটি নিষ্পত্তি করা হল।

৬. শেষ করার আগে, আমরা পূর্বোক্ত ইসলামিক বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা এই আদালতে *অ্যামিসি কিউরি* (আদালতের বন্ধু) হিসেবে হাজির হয়ে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আমাদের সহায়তা করেছেন।

৭. এই রায় সংশ্লিষ্টদের জানানো হোক।

৮. অধস্তন আদালতের রেকর্ড ফেরত পাঠানো হোক।

দায়বর্জন বিবৃতি(DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজেস্ব ভাষায় এই রায়টির অনুবাদ করা হলো। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালত প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।